হেরে যাওয়া তৃণমূল জয়ী, 'ভুল' বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

'ভুলবশত' জয়ী বিরোধী প্রার্থীর জায়গায় পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীর নাম বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছিল! 'ভুল' করেই পরাজিত প্রার্থীকে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে ডেকেছিলেন বিডিও।

মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে এই মর্মেই ব্যাখ্যা দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে তাঁরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের ভোগালি-১ পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর আসনে জিতেছিলেন আইএসএফ প্রার্থী বসিরুদ্দিন সর্দার। জেতার শংসাপত্রও পেয়েছিলেন। পরে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জয়ী প্রার্থীর জায়গায় তাঁর বদলে ঢুকে পড়েন পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি সর্দার। বোর্ড গঠনেও ডাকা হয় আখেরকে। তার বিরুদ্ধেই কোর্টে এসেছিলেন বসিরুদ্দিন।

এ দিন আদালতে রাজ্য প্রশাসনের ভুল স্বীকারের পরে বসিরুদ্দিনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "আমার মক্কেলকে বোর্ড গঠনে ডাকা হবে। জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।" তবে অনেকেই বলছেন, এ বার পঞ্চায়েত ভোটে বিডিওরা এমন হারে 'ভুল' করেছেন যে কোনটি ভুল এবং কোনটি ইচ্ছাকৃত গাফিলতি বোঝা মুস্কিল।

এ দিন বিচারপতি অমৃতা সিংহের এজলাসে ভোগালি-১ পঞ্চায়েত মামলার পাশাপাশি বাঁকুড়ার বড়জোড়ার জেলা পরিষদের একটি আসনের মামলারও শুনানি হয়েছে। ওই আসনে বাম প্রার্থী শ্যামলী রায়কে ভোট দেওয়া ২৪৮টি ব্যালট জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তা নিয়ে মামলা হলে সংশ্লিষ্ট এসডিও, বিডিও এবং প্রিসাইডিং অফিসারকে সশরীরে হাজির হতে বলেছিলেন বিচারপতি। এ দিন তিন অফিসারই হাজির হন।

মামলাকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, ওই ব্যালটগুলি আসল বলে চিহ্নিত করার পাশাপাশি ওই অফিসারেরা জানান যে গণনা শেষ হওয়ার পর ব্যালট বাক্স বেআইনি ভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকেই ব্যালট বের করা হয়েছিল। ব্যালট বাক্স রক্ষার দায়িত্ব কার সেই প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি। সেই দায়িত্বে থাকা অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না, তাও জানতে চায় কোর্ট। ব্যালট বাক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে ওই তিন জন জানিয়েছেন।